দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 09 JAN 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

ইকবাল হাসান নান্টু ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারাবন্দী শিক্ষক ছাত্রদের মুক্তির দাবীতে গতকাল কালোব্যাজ ধারণ কর্মসূচী পালিত হয়। শিক্ষকরা কালোব্যাজ পরে ক্লাসে যান, শিক্ষার্থীরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ কর্মসূচী পালন করেন

ঢাবি খুলেছে ● কালোব্যাজ কর্মসূচী পালন ● আজও কর্মসূচী

আন্দোলনের মাধ্যমেই কারাবন্দী ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্ত করতে হবে

দৃঢ় ঘোষণা আন্দোলনকারীদের

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রথম দিনে গতকাল (মঙ্গলবার) কারাবন্দী শিক্ষক-ছাত্রদের মুক্তির দাবীতে স্বতঃস্ফূর্ত কর্মসূচি পালিত হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা পৃথক পৃথক ব্যানারে কালোব্যাজ ধারণ, মৌন মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেছেন। আন্দোলনকারী ছাত্র-শিক্ষকরা দৃঢ়ভাবে বলছেন, আমাদের কর্মসূচী সফল হয়েছে। আন্দোলনের মাধ্যমেই কারাবন্দীদের মুক্ত করতে হবে। আজও (বুধবার) একই দাবীতে শিক্ষকদের মৌন অবস্থানসহ নানা কর্মসূচী পালিত হবে।

এদিকে খোলার প্রথম দিনেই গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ও পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি ছিল তুলনামূলক কম। সেনাবাহিনীর গাড়ী পোড়ানোর মামলার চার্জশীটে সাংবাদিকসহ বেশকিছু সাধারণ ছাত্রের নাম আসায় নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষকদের মামলার তদন্তকারীর সাক্ষ্যগ্রহণের মাধ্যমে আগামীকাল সাক্ষ্য গ্রহণের কাজ শেষ হবে জানা গেছে। শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস, মহান বিজয় দিবস, ঈদুল আযহা, বড়দিন ও শীতকালীন ছুটি শেষে গতকাল (মঙ্গলবার) থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ও পরীক্ষাসমূহ পৃঃ ২১ কঃ ৪

কারাবন্দী ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্ত করতে হবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শুরু হয়েছে। গত ১৪ ডিসেম্বর ২৫ দিনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। গতকাল খোলার দিনে ক্যাম্পাসে ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি ছিল তুলনামূলক কম। প্রথম দিন থেকেই কারাবন্দীদের মুক্তির দাবীতে আন্দোলন শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কারাবন্দী শিক্ষক-ছাত্রদের মুক্তির দাবীতে গতকাল নানা কর্মসূচী পালন করেছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। কর্মসূচীগুলোতে ছাত্রদের উপস্থিতি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। তবে শিক্ষকদের কালোব্যাজ ধারণ কর্মসূচীতে সাদা দলের শিক্ষকরা অংশ গ্রহণ করেননি।

গত আগস্টের ছাত্র বিক্ষোভে মদদ দেয়ার অভিযোগে কারাবন্দী ৪ শিক্ষক ও ৮ ছাত্রের মুক্তির দাবীতে প্রগতিশীল ধারার নীল ও গোলাপী দলের শিক্ষকরা বরাবরই আন্দোলনের কথা বলে আসছেন। কিন্তু সাদাদল সরকারের সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে কারাবন্দীদের মুক্তির কথা বলে। এরই প্রেক্ষিতে সরকারের পক্ষ থেকে দু'বার আটককৃতদের মুক্তির আশ্বাস দিলেও বাস্তবায়ন না হওয়ায় প্রগতিশীল শিক্ষকরা শিক্ষক সমিতির মাধ্যমে কর্মসূচী ঘোষণা করার পক্ষে বক্তব্য রাখেন। কিন্তু সমিতির নেতৃত্বে থাকা সাদা দল কর্মসূচী দিতে গড়িমসি করলে নীল দল নিজেরাই কর্মসূচী ঘোষণা করে। এদিকে শিক্ষার্থীরা আগ থেকেই বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে আসছে।

কালোব্যাজ ধারণ কর্মসূচী

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা গতকাল কালোব্যাজ ধারণ করে শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন অনুষদ ঘুরে দেখা যায়, শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বুকে কালোব্যাজ ধারণ করে ক্লাস ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ

কাছেও এ ধরনের তথ্য রয়েছে। ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তির দাবীকে কেন্দ্র করে সরকার বিরোধী বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলছে বলে সূত্র জানায়। গতকালসহ বিগত কিছুদিনের কর্মসূচীতে ওই আন্দোলনের পূর্বাভাস হিসাবে দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে প্রগতিশীল ধারার শিক্ষক ও ছাত্র সংগঠনগুলো এসব আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

সাদা দলের প্রেসব্রিফিং

এদিকে সাদা দলের শিক্ষকরা বিকেলে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে শিক্ষকদের মুক্তির আন্দোলন, শিক্ষক সমিতির নির্বাচন নিয়ে নীল দলের অভিযোগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রেসব্রিফিংয়ে সাদাদলের শিক্ষকরা বলেন, শিক্ষকদের মুক্তির বিষয়টি একটি প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে এগুচ্ছে। প্রয়োজনীয় আইনী প্রক্রিয়া শেষে শিগগিরই তারা মুক্তি পাবেন। তাই আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। তাছাড়া নির্বাচনের ব্যাপারে তাদের অবস্থান সব সময় ইতিবাচক বলে দাবী করেছেন। তারা বলেন, আমরা নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেষ্টা করেছি। কিন্তু দেশে জরুরী অবস্থা বিরাজ করাসহ নানা কারণে তা সম্ভব হয়নি। সাদা দলের যুগ্ম আহবায়ক আমিনুর রহমান মঞ্জুমদারের সভাপতিত্বে প্রেসব্রিফিংয়ে উপস্থিত ছিলেন, শিক্ষক সমিতির অবসরপ্রাপ্ত সভাপতি প্রফেসর তাজমেরী এস এ ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ড. মামুন আহমেদ, প্রফেসর আখতার হোসেন খান, প্রফেসর জাহিদুল ইসলামসহ সাদা দলের শিক্ষকরা।

চার্জশীট নিয়ে প্রশ্ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সদস্য ও দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকার বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার খোকেশী ইহসানকে গাড়ীবহরের গাড়ী পোড়ানোর

তারিখ ০৯ জানু ২০০৮
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

তারাবন্দী ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তির দাবি

এ এস এম মাহতাব হোসাইন

: রিপোর্টার

: প্রফেসর (অব.) ড. এ এস এম ইকবাল গতকাল ১১টার দিকে মাথায় হাত বাঁধাবাঁধা নিয়ে সভা করেন। সেখানে শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. মোহাম্মদ ফারুক আলম, সাধারণ সম্পাদক ড. মামুন আহমেদ, প্রফেসর আখতার হোসেন খান, প্রফেসর জাহিদুল ইসলামসহ সাদা দলের শিক্ষকরা।

পৃঃ ১৫ কঃ ৪